যুগান্তর

তারিখ ... 30 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

ইবি, শেকৃবি ও নোবিপ্রবিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

পদ হারাতে পারেন তিন ভিসি

মুসতাক আহমদ

তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে অব্যাহতি দেয়া হতে পারে। এগুলো হচ্ছে— কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি), ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তিন বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি)। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধেই অনিয়ম-দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত শেষ করেছে। এ তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা নিতে ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। আর শেষেরটির বিরুদ্ধে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গোপনীয় প্রতিবেদন জমা দেয়। ওই প্রতিবেদনেই ভিসিকে সরিয়ে দেয়ার সুপারিশ রয়েছে। পরে এই প্রতিবেদনের আলোকে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। চিঠিতে সুপারিশ বাস্তবায়ন করে তা প্রতিবেদন আকারে আবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানাতে বলা হয়।

এদিকে এই নির্দেশনা পেয়ে বিষয়টি তদন্ত ও সুপারিশ করতে ইউজিসিকে নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী ইউজিসি একটি তদন্ত কমিটি করে। মঙ্গলবার এ কমিটি সরেজমিন তদন্ত করতে যায়। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কমিটির সদস্যরা ঢাকায় ফিরে যান। এখানেই ঘটনা থেমে থাকেনি। বেআইনি ও এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে তদন্তের উদ্যোগ নেয়ার অভিযোগ এনে বৃহস্পতিবার ইউজিসি চেয়ারম্যান, সচিব ও তদন্ত কমিটির সদস্যদের উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. অহিদুজ্জামান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, দু'জন ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

পদ হারাতে পারেন তিন ভিসি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভিসির বিষয়ে ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে দুই ভিসিকে স্বপদে বহাল না রাখার সুপারিশ আছে।' ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে তদন্ত করতে ইউজিসিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, একজন আইনজীবীর মাধ্যমে নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পাঠানো উকিল নোটিশে তিনটি দিক তুলে ধরা হয়। তা হচ্ছে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেনামি চিঠি আমলে নিয়ে তদন্তের সুযোগ নেই। কোনো বিষয়ে তদন্ত করতে হলে তার প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করতে হয়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হলে সমান স্কেলে কর্মকর্তা দিয়ে তদন্ত করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিসির স্কেলের নিচের ইউজিসি কর্মকর্তা কমিটিতে সদস্য আছেন। এসব কারণে এ তদন্ত করতে পারে না ইউজিসি। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অধ্যাপক অহিদুজ্জামান বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন, বেনামি চিঠির সূত্র ধরে ইউজিসি তদন্ত কমিটি করেছে। এতে একজন জুনিয়র কর্মকর্তাকে রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি আইন অনুযায়ী এটা করতে পারে না ইউজিসি। তিনি আরও বলেন, আইন ও এখতিয়ারবহির্ভূত এ তদন্ত নিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখেছি। ওই চিঠি শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, ইউজিসি চেয়ারম্যানসহ অন্যদের অনুলিপি দিয়েছি। আমি মনে করি, চ্যান্সেলরের পরবর্তী নির্দেশনার বিষয়ে তদন্ত কমিটির অপেক্ষা করা উচিত। তাই বাধ্য হয়ে এই উকিল নোটিশ দিয়েছি। আমি নিজেও রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার অপেক্ষা করব। এ সময় পর্যন্ত উকিল নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থায় যাব না।

তদন্ত কমিটিতে তিনজন সদস্য আছেন। তারা হলেন— ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আলী আশরাফ এবং ইউজিসির উপপরিচালক জিয়াউর রহমান। এদের মধ্যে শেষের জন নিয়ে উকিল নোটিশে আপত্তি করা হয়েছে। তিনি কমিটির সদস্য সচিব। নোটিশপ্রাপ্তরা হলেন— ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, তদন্ত কমিটির আহ্বায়কসহ তিনজন এবং ইউজিসি সচিব ড. মো. খালেদ।

মঙ্গলবার উল্লিখিত কমিটি সরেজমিন তদন্ত করতে গিয়েছিল। তবে কমিটির সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। তারা মঙ্গলবার রাতে শহরে রাত যাপন করেন। ওই রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক-কর্মচারী ও স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা শিক্ষকদের থাকার স্থান সার্কিট হাউস ঘেরাও করেন। বিষয়টি সেই রাতেই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতার হোসেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিনকে অবহিত করেন। কমিটির সদস্যরা পরদিন বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে ঢাকায় ফেরত যান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বৃহস্পতিবার বিকালে অধ্যাপক আখতার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'কমিটির সদস্যদের ঘেরাও করার যে ঘটনা আপনি শুনেছেন তা অসত্য নয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পক্ষ থেকে একটি উকিল নোটিশ পাঠানোর কথা আমি শুনেছি। তবে এখনও তা হাতে পাইনি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের তদন্ত চলবে। তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কমিশন (ইউজিসি)। কমিশন আমাদের তদন্ত থেকে বিরত থাকতে বলেনি। আদালত থেকেও এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। তাই আমাদের কাজ চলবে।'

ইবি এবং শেকৃবি : সূত্র জানায়, ইবি ভিসি ড. আবদুল হাকিম সরকার এবং শেকৃবি ভিসি মো. শাদাত উল্লার বিরুদ্ধে মোট দু'বার তদন্ত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে তাদের 'স্বপদে বহাল রেখে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব নয়' বলে মন্তব্য করা হয়।